আমারও পরানও যাহা চায়। তুমি তাই... তুমি তাই- গো-- ভাবছেন মনে মনে কিন্তু বলতে পারছেন না। তাতে কি? খোলা আছে হৃদয় জানালার পাতা। পৌঁছে দিন ভালোবাসার মানুষের কাছে হৃদয়ের আকুতি...

হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল

কলেজ থেকে শিক্ষা সফরে হল্যান্ডের আমস্টারডাম গিয়েছিলাম গত বছর জুন মাসের ৬ তারিখে। ঘুম থেকে দেরিতে ওঠার কারণে মিস করলাম কলেজ সহপাঠীদের। তারা যে যার ইচ্ছামত সকালেই বেরিয়ে গেছে ঘুরতে। সুতরাং আমি একা মানে একদম একা। আমার সঙ্গে কেউ নেই। নতুন জায়গা নতুন পরিবেশ তাই অগত্যা কাউকে না পেয়ে নিজেই ঘুরতে বের হলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম Den Haag বা হেগ শহরে যাবো ওখানে গিয়ে International Court of Justiceটা দেখে আসবো। সেই সাথে সমুদ্র সৈকত। যে কথা সেই কাজ। Amterdam Central Rail Station থেকে উঠে পড়লাম হেগগামী দ্বিতল বিশিষ্ট ট্রেন-এ। সিট নিলাম জানালার পাশে। হঠাৎ আমার Opposite সিটের ভদ্রমহিলাকে দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠলাম। আরে এ যে নায়লা। আমার প্রেম, আমার ভালোবাসা, আমার স্বপ্নচারিণী। পরে জানলাম ও ওর স্বামীর সাথে হেগ শহরে থাকে। তারপর অনেক গল্প, এ কথা সেকথা ইত্যাদি...। হঠাৎ Driver-এর Announcement. হেগ পৌঁছতে আমাদের আর দশ মিনিট সময় লাগবে। হঠাৎ নায়লা আমাকে জিজ্ঞেস করলো, এই জীবনে কাউকে ভালোবেসেছি কিনা। প্রতি উত্তরে বললাম না, আর মনে মনে বললাম জীবনে একজনকেই ভালোবেসেছিলাম, সে হলো তুমি এবং শুধুই তুমি। কিন্তু বলতে পারলাম না। নির্দিষ্ট সময়েই আমরা পৌঁছে গেলাম হেগ শহরে, এবার বিদায়ের পালা। আমি দ্রুত একটি Taxi নিয়ে চলে গেলাম আমার গন্তব্যে আর পেছনে পড়ে রইলো আমার নায়লা ও কিছু স্মৃতি।

অনন্ত, 24 Carmichael Close, Winstanley Road, London

কষ্টকে আঁকড়ে ধরে...

নীল বেদনা বুকে নিয়ে প্রতিনিয়ত পথ চলি... মাঝরাতে স্মৃতির কষ্ট নিয়ে গুমরে গুমরে কাঁদি! কতোটা কষ্ট বুকে জমা হলে এক ফোঁটা চোখের জল হয়, যদি তুমি জানতে তবে এভাবে আমাকে কাঁদাতে না যন্ত্রণা! যাযাবর রাত ছুঁয়ে তোমার স্মৃতিগুলো কষ্টের কবিতা লিখে যায় বুকের অতলে। হাজার... হাজার নীরব রাত সাক্ষী সেই কষ্টের ইতিহাস! সেই ইতিহাসের প্রতিটি পৃষ্ঠা সাক্ষী আছে– আমার ভালোবাসা মিথ্যে ছিলো না, ছিলো না এতোটুকুও অভিনয়।

আমার ভালোবাসাকে ধুলোর মতো উড়িয়ে দিয়ে চলে গেলে দূরে বহুদূরে... নিঃস্ব ক্ষয়ে যাওয়া একটা মানুষ স্মৃতির ক্ষরণ বুকে নিয়ে বেঁচে থাকবে আজ ও আগামী কাল...। যন্ত্রণা, তোমার ধুলোমাখা স্মৃতির ডাইরিটা পরিষ্কার করে খুঁজে দেখো, আমি তোমার কতোটা আপন ছিলাম। প্রশ্ন করো নিজেকে, উত্তর পেয়ে যাবে। যন্ত্রণা, চোখ বন্ধ কর, চলে যাও স্মৃতির অন্তঃপুরে... সেখানে আমি রয়েছি তোমার বুকের খুব গভীরে!

স্মৃতি খুঁড়তে... খুঁড়তে... খুঁড়তে আরো একটু গভীরে গেলে পেয়ে যাবে ছোঁয়া... হৃদয় শিকড়... অনুভব। স্মৃতির শেষ পাতায় চোখ রাখলে পেয়ে যাবে তোমার মিথ্যে অভিনয়... প্রহসন... ছলনা। কি যন্ত্রণা পাওনি? পেয়েছো! এবার স্মৃতির ডাইরিটা বন্ধ কর, কি বন্ধ করেছো তো? করেছো! এখন দু'চোখ বন্ধ কর, মনে কর আমাকে, অনুভব কর আমার সবুজ ভালোবাসাকে! এবার চোখ খোল, ফিরে যাও তোমার নিজস্ব জগতে। আমি কষ্টের ফেরি করে যাই পথ থেকে পথে...।

জাহিদ আকবর, কাঁকনহাট, রাজশাহী-৬০০০

রাবি'র নেহাকে

আমি সুন্দর মানসিকতার কিনা বলতে পারবো না। তবে অসুস্থ মানসিকতার যে নই এটা অন্তত বলতে পারি। ব্যক্তি হিসেবে ব্যক্তিত্ব তো আছেই। কম না বেশি জানি না। তবে কখনো ভান করি না। প্রতিষ্ঠিত? হ্যাঁ। অন্তত মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণের যোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছি। রক্তমাংসে গড়া তো বটেই। তবে প্রকৃত মানুষ কিনা জানি না। প্রকৃত মানুষের সংজ্ঞা যেরকম বলে শুনেছি, সেটা আমার কাছে অসম্ভব বলে মনে হয়। দোষত্রুটি আছে অনেক। যেটা আমি জানি। ভালোটা জানা নেই। ওটা তো মূল্যায়নের জিনিস। সেরকম অর্থে ওটা এখনো কেউ করেনি। তবে বাবা মায়ের কাছে আমি খুব আদরের কিছু। ওটা তো ওরা করবেই। কোনো বাবা মায়ের কাছেই সন্তানের খারাপ কিছু চোখে পড়ে না। সেজন্য মূল্যায়নটাও কখনো পুরোপুরি সঠিক হয় না। আপনার মতো আমিও বিশ্বাস করি, 'কল্পনা ও বাস্তব কখনো পুরোপুরি মেলে না। কেননা, দুটোর রং আলাদা'। আবার এটাও বিশ্বাস করি, দুটো আলাদা রং মিলে কখনো কখনো কোনো নতুন রং-এর সৃষ্টি করে। তেমনি আপনার জীবনেও কোনো নতুন রং-এর সৃষ্টি হোক। পৃথিবীর সবটুকু ভালো নিয়ে আপনার খুব ভালো হোক। যদি ইচ্ছে হয়, লিখতে পারেন।

Masud Kaiser Redwan, Graphic Desiner, Maqbul Intl' Advertising, P.O. Box # 124286, Jeddah # 21342, K.S.A

অনুপূর্ণাকে...

ধুমধাম বাদ্যের তালে তালে তোমার ঠমকে ওঠা দেখে আমার মধ্যে ধুন্ধুমার লেগে যায়। ধ্রুপদী, তোমার তনুর প্রতি অঙ্গভঙ্গির নিখুঁত দোলানিতে দুলে ওঠে আমার দুনিয়া। হে গজগামিনী, তোমার কথক, ভরতনাট্যমের মুখোমুখি আমি হারিয়ে ফেলি স্থান-কাল-পাত্র, তোমার আঁখির সঙ্গে ঘুরে আমার নয়ন খুঁজে বেড়ায় অপূর্ব নৃত্যশৈলীর আরো কিছুকে। দেহের জটিল ভাব প্রকাশে ভোলাও মন আনন্দময়ী, হয়তো ঈশ্বর তোমার মুখে ভাষা দেয়নি। তাতে কিছু যায় আসত না আমার, তিনি সব সুধা ঢেলে দিয়েছেন তোমার ভাবভঙ্গিতে অকাতরে। বিশ্বাস কর লাস্যময়ী, তোমার ভঙ্গিমা দেখে নিজেকে কোনো নাচিয়ের আসলে কোনো সুচোর সূক্ষ্ম মাতাল সম্রাট হিসেবে আবিষ্কার করতাম। তোমার শৈল্পিক বাঁকে হাতের মুদ্রায় আমার হৃদয় খেলা করে। সৃষ্টিকর্তার দোহাই নন্দিনী, কোনো অনুষ্ঠানে তোমার তান্ডব দেখে মনে হচ্ছিল ভূমিকম্প হচ্ছে, অথচ আমি তখন স্তব্ধ-স্ট্যাচু। আলতা থেকে ঘুঙুর, কস্টিউম, কেশরাজিতে ফুলের বাহারটুকুও হা হয়ে গিলছিলাম। তুমি আর সারাজীবন কথা না বললেও আমার কিচ্ছুটি হবে না স্রোতস্বিনী।

Romance, C/O, Humayun Kabir, North Agrabad, Rongipara, (East Side of Rice Mill), Ctg-4100

তুমি আমারই

রূপা শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা নিও। জানি যদিও অনাধিকার চর্চা করে ফেললাম, তবুও লিখতে হলো। জানি না তুমি কেমন আছ, কি অবস্থায় আছ। হয়ত বা ভাল! রূপা আজ মনে হয় ভালোবাসা শুধুই কষ্ট। তোমাকে ভালোবেসে এভাবে কষ্ট পেতে হবে জানাই ছিলো না আমার। আসলে আমি সারাটা জীবন অবুঝ আর বোকাই রয়ে গেলাম। কখনো ভাবিনি যে ভালোবাসা সবাইকে মানায় না। আর সাজেও না সবাইকে। তবুও বোকার মত প্রচন্ড ভালোবেসেছিলাম তোমাকে, যা আজো বাসি। আমি জানি এ শুধু আমার একতরফা ভালোবাসা। তোমার কোনো দোষ নেই এতে, আমি যে বড় অযোগ্য তোমার। তবুও তোমাকে আমি হাজারো চেষ্টা করেও ভুলতে পারি না। আর কখনো ভুলতে পারবোও না জানি। এ হৃদয়ে যতটুকু ভালোবাসা ছিলো তার সম্পূর্ণটাই যে তোমাকে দিয়ে দিয়েছি। রূপা তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে কখনো চোখে পড়েনি আমার। তোমাকে ছাড়া কাউকে কখনো আমি ভালোবাসিনি। ভালো যে বাসবো তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে তা কখনো কল্পনাও করতে পারিনি। তাই তুমি যতই কষ্ট দাও আমায়, দিতে পার। শুধু জেনে রেখো তোমার ভালোবাসা না পাওয়ার ব্যর্থতায় আমার জীবনটা ধ্বংস হয়ে যাবে সত্যি। কিন্তু আমার ভালোবাসা তোমার জন্য থাকবে চিরকাল। চির অম্লান। তাই বলছি রূপা, এখনো যদি তুমি আমাকে না ভালোবাস তবুও তুমি আমার। তারপর অনেক অনেক দিন পর যখন আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না তোমার আমার জন্য, তখনো তোমাকেই শুধু ভালোবাসবো। তুমি জেনে রেখো, তোমার কল্পনায় আর স্বপ্নের আঙ্গিনায় হবে আমার ভালোবাসার বসবাস। রূপা, তুমি হয়ত বুঝতে পারছো না তোমাকে আমি কত ভালোবাসি, কেমন ভালোবাসি, কি যে ভালোবাসি। শুধু মনে রেখো রূপা, দিবসের ক্লান্ত সূর্যটা আঁধারের বুকে ঘুমিয়ে পড়বে। তবুও আমার ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষা শেষ হবে না।

S.R.A Shapon, Post Box No-1902
AL-Kharj- 11942, K.S.A

সুনির্বাচিত অধীনতাগুলো...

সেহেলী নামের মেয়েটির সুনির্বাচিত অধীনতাগুলো মেনে/নিতে চেয়েছিল অর্ক নামের ছেলেটি।/আর তাইতো বড় হতে চেয়েছিল অর্ক,/অনেক বড়,/সেহেলীর চাওয়ার মতো বড়,/সেহেলীকে বোঝার মতো বড়।/কিন্তু সেহেলী অর্কর এই বড় হতে চাওয়াটাকে অব্যাহত রাখতে দিল না/উল্টো সেহেলী অর্ককে আজীবন ছোট...।
অর্ক মানুষটা প্রকৃতপক্ষে যে কী বা কে, সেই খবরটা না জেনেই সেহেলী...
এখন অর্কর স্বগতোক্তি-
তুমি মেয়ে কে ছিলে আমি জানি না/তোমাকে আমি ভুলবো না। তুমি আমায় চিঠি দিয়েছিলে।

অর্ক, বক্স নং-১০৯, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, সাপ্তাহিক ২০০০, ঢাকা-১০০০

চিরকুট

বন্ধুত্বের স্বীকারোক্তি

প্রেমা, ক'দিন হলো তোমাদের চিঠি পেয়েছি (তোমার আর তোমার বন্ধুর সম্ভবত প্রীতি)। কেন যেন চিঠিটা পড়ে মনে হলো হয়ত সময়ের অনেক দেরিতে লেখাটা পেলাম আমি (মাঝে মাঝেই এরকম হয় কি-না!)। মজার ব্যাপার হচ্ছে, চিঠিতে এমন কিছু ছিল যেটা আমার ভালো লাগে অথচ তোমরা জান না। তাছাড়া এত সুন্দর করে লিখেছ যে মন ছুঁয়ে যায়। সত্যি চমকে গিয়েছি। দেরি হওয়ায় অভিমানে চুপ করে না থেকে চিঠি দিও, এমনভাবে দিও যাতে ২০০০-এর মাধ্যমে না লিখে সরাসরি তোমাদের লিখতে পারি, যাতে আমিও বলতে পারি, বন্ধু...।

প্রিন্স

আছে কি কেউ?

আমি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের ১ম বর্ষের ছাত্র। আমার বিগত শিক্ষা জীবনে স্কুল ও কলেজে কোনো মেয়ের সঙ্গে বিশেষভাবে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠেনি। তাই আছে কি এমন কোনো 'Girl Friend' যে আমার সুখ-দুঃখের সাথি হবে? তবেই লিখবেন, অবশ্যই সাড়া পাবেন।

আজাদ, C/O মোঃ বাবুল মিঞা, শহীদ নুরুল ইসলাম ভবন (দোতলা), সাভার, ঢাকা। ফোন : ৭৭১০৩৫৫ (বাসা)

ইকবাল

অনেক দিন যাবৎ আপনার চিঠি পাচ্ছি না। কারণটাও জানি না। অবশ্য হঠাৎ করে চিঠি লেখাটা আপনার জন্য নতুন নয়। তাই এখনও বিশ্বাস আপনার কাছ থেকে চিঠি আবার আমি পাব। আপনাকে চিঠি আমি দিয়েছিলাম। কোনো উত্তর পাইনি। আপনার ঠিকানা আমি হারিয়ে ফেলেছি। অনেক খুঁজেছি কিন্তু পাইনি। খুব খারাপ লেগেছে। অবশেষে উপায় না পেয়ে বাধ্য হয়ে পত্রিকার শরণাপন্ন হলাম। কিছু মনে করবেন না, আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি ১০০% নিশ্চিত এই লেখা আপনার চোখে পড়বে। তাই অনুরোধ করছি আমাকে আবার চিঠি দিন। তবে এই এপ্রিলেই। তাই এই লিখা দেখা মাত্র দেরি না করে লিখুন ও আমাকে বাধিত করুন। আপনার চিঠির প্রত্যাশায় থাকব। অবশ্যই ঠিকানাসহ। আগের ঠিকানায় থাকলে কোনো সমস্যা হতো না মনে হয়।

মিতা, মিরপুর, ঢাকা ১২১৬

নাম না জানা উষা

শুধু জানি মনোবিজ্ঞানের ছাত্রী তুমি। হ্যাঁ তুমিই তো! অনার্স পার্ট-১ পরীক্ষার প্রথম দিনে দেখলাম তোমায়। প্রায় পাশাপাশি বসে পরীক্ষা দিলাম। দ্বিতীয় পরীক্ষার দিন অনেক খোঁজার পর তোমাকে যখন জিজ্ঞেস করলাম– কেমন আছো! তুমি এমন তাচ্ছিল্যভরে উত্তর দিলে যেন মানুষ তোমার কাছে কতটা হেয়। সব ঠিক আছে মানলাম। কিন্তু তুমি মনোবিজ্ঞানের ছাত্রী হয়ে অন্য একজনের মন বুঝতে পারলে না!

রাজ্জাকুল হায়দার, সরকারি আযিযুল হক বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, বগুড়া

রুমানা, আপনাকে বলছি

একমাত্র মানুষই পারে অন্য আরেকজন মানুষের সুখের অংশীদার এবং দুঃখের সমব্যথী হতে। সেই প্রত্যাশায় আপনার স্বপ্ন বাস্তবায়নের সহযাত্রী হতে চাইছি। আসুন না দু'জনের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তিকে বাস্তবে পরিণত করি।

আহসান কবির, C/0 ইংরেজি বিভাগ সেমিনার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

দুঃখ-সুখের সীমারেখায়...

সদ্য বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়েছি। জীবনের হিসাব যেভাবে মিলাতে চেয়েছি– প্রায় সবগুলো মিলাতে পেরেছি। সেজন্য নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে হয়েছে। শুধু পাইনি নিঃস্বার্থ অকৃত্রিম একজন ভালো বন্ধু, যার কাছে বলা যায় সুখ-দুঃখের সব কথা। যার দূর থেকে দেয়া প্রেরণায় এগিয়ে যাওয়া যায় সামনের দিকে– এমন একজন বন্ধুর প্রত্যাশায় লিখছি।

উজ্জ্বল, কক্ষ নং-২ (দ্বিতীয় তলা)
অফিসার্স ডরমেটরি, পোস্ট : রামপাল
জেলা : বাগেরহাট